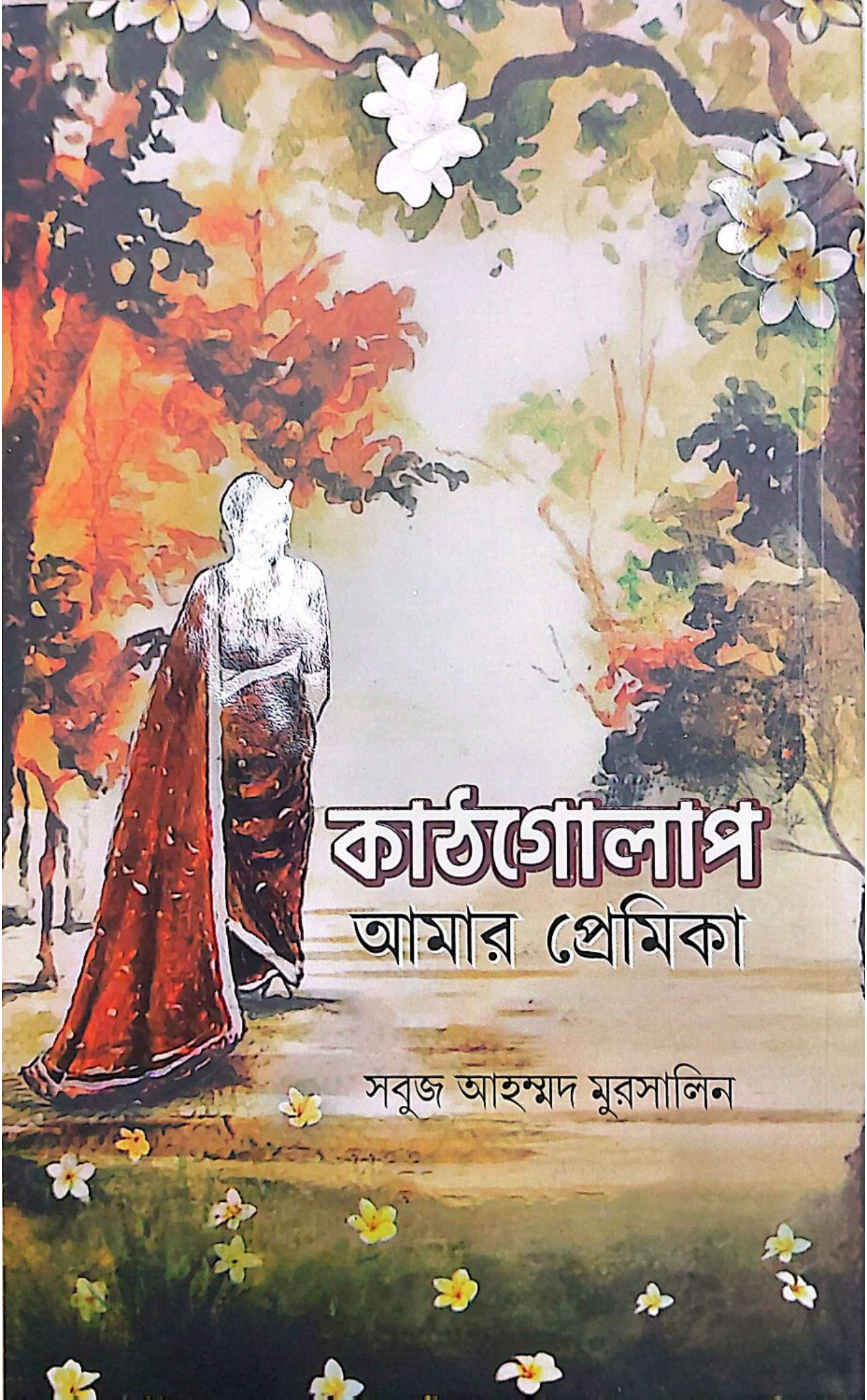
কাঠগোলাপ
আমার প্রেমিকা
সবুজ আহম্মদ মুরসালিন

"না-পাওয়া ভালোবাসায় ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি!"

আমরা সবাই-ই জীবনের কোনো একটা সময় প্রেমে পড়ি। অন্য কাউকে প্রচন্ড ভালোবেসে জীবনকে একটু অন্য ভাবে আবিস্কার করতে শিখি। সেই সময়টা জুড়ে জীবনে জমা হয় অসংখ্য স্মৃতি। তারপর; হাসি-তামাশা, রাগ-অভিমান এবং ভালোবাসতে বাসতে সময়টা কখন কেটে যায় আমরা নিজেরাও বুঝে উঠতে পারি না। সেই সুন্দর সময়টা কেটে গিয়ে সহসা বাস্তবতা এসে হাজির হয় এবং কিছু ভালোবাসা পূর্নতা পায় আর কিছু ভালোবাসা হারিয়ে যায়। একে অন্যকে প্রচন্ড ভালোবেসেও পাওয়া হয়ে উঠে না ভালোবাসাটা। সেই না-পাওয়া ভালোবাসাটা আজীবন বুকের ভেতর মায়া হয়ে থেকে যায়, ঠিক কাঠগোলাপের সাদার মায়া'র মতনই!

যাদেরকে আমরা প্রচন্ড ভালোবাসি, কাঠগোলাপ বলতে আমি সেই সব মানুষকে বুঝিয়েছি। তাই-তো আমার এই বইটা তাদেরকেই উৎসর্গ করা, "যারা ভালোবেসে ভালোবাসা পায়নি!"

পাওয়া না-পাওয়া হাজারো ভালোবাসার মধ্যে যখন কেউ ছেড়ে চলে যায় তখন আমরা একে অন্যকে অভিযোগ করি। একে অন্যকে প্রচন্ড ঘৃণা করি। এবং— দিনশেষে আমরা অনুভব করি আমার ভালোবাসাটাই সবচেয়ে বেশি ছিলো। কিন্তু— খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সে-ও হয়ত সেটাই অনুভব করছে। শুধু আমরা সেই খোঁজটাই রাখিনা; অভিমানে, অভিযোগে, প্রচন্ড ঘৃণার কারণে! তাই-তো আমি আমার কবিতায় বলেছি;

"ভালোবাসলে নিজস্ব কোনো দুঃখবোধ থাকতে নেই,
ভালোবাসলে নিজস্ব কোনো স্বার্থ থাকতে নেই!"

—সবুজ আহম্মদ মুরসালিন

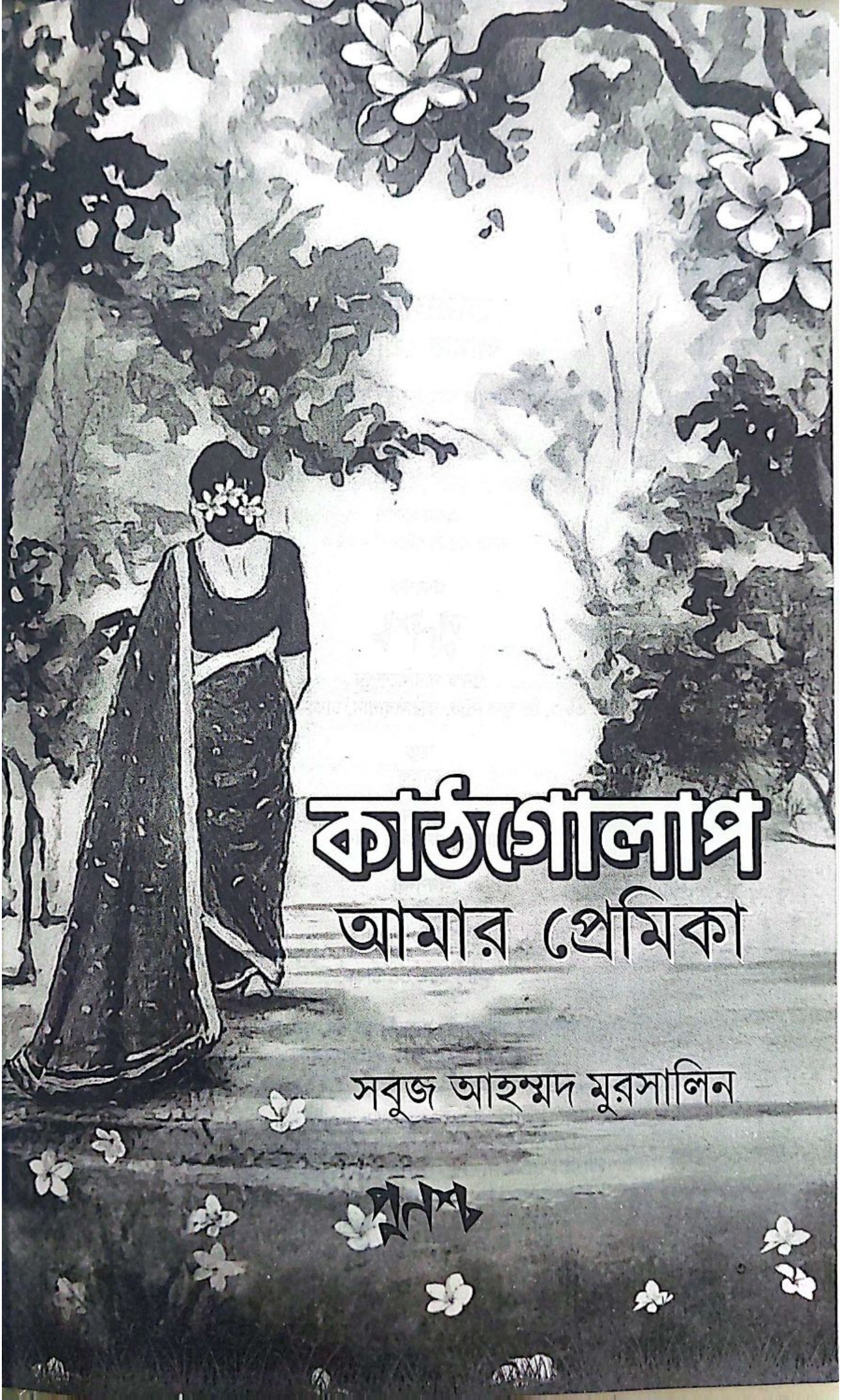

কাঠগোলাপ
আমার প্রেমিকা

সবুজ আহম্মদ মুরসালিন

পুনশ্চ

সূচিপত্র

০৭ কাঠগোলাপের বিষণ্ণ ভালোবাসা
০৮ আমি আমাকে ঘৃণা করি
০৯ সে কি ডেকেছিল আমায়
১০ তুমি ডাকবে বলে
১১ ওই ছেলেটির হৃদয়ে— কাঠগোলাপ আছে
১২ পরিপূরক
১৩ তোমাকে ভুলে গেছি
১৪ বোকা পাখি
১৫ দু'চোখের বৃষ্টি
১৬ কোথাও যাওয়ার নেই
১৭ কাঠগোলাপ আমার প্রেমিকা
১৯ কবিতার জন্ম
২০ কাঠগোলাপ
২২ ভালোবাসি শুধু একটি শব্দ নয়
২৩ সাদা-কালো প্রেমিক
২৪ রঙহীন রঙিন
২৫ অবহেলা
২৬ আমি বড্ড অভিমানী
২৭ বৃষ্টি
২৯ বোকা পাখি ২
৩০ মিছিল
৩১ একটি প্রেমিকের মৃত্যু
৩২ এই সভ্যতায় আমি প্রেমিক হতে চাই না
৩৩ তুমি আমি মিলে আমরা
৩৪ তুমি বরং এই জন্মটা নেও
৩৫ একটা স্নিগ্ধ আকাশের অপেক্ষায়
৩৬ আমার ভীষণ মন খারাপ
৩৭ আপনে যেনো কেমন!
৩৮ আমি মানেই তোমার অবহেলা
৩৯ তুমি নেই
৪০ ভালোবাসি প্রিয়
৪১ তোমাকে আর পাওয়ার হবে না
৪২ ভুলগুলো ফুল হোক
৪৩ আবার-ও দুঃখরা আমাকে ছোঁবে
৪৪ আপনেরে আমি বুঝবার চাই
৪৫ আমি পাখি হতে চাই না
৪৬ ভুলে ভুল হোক
৪৭ মানুষ কেবল দুঃখ পুষে
৪৮ হঠাৎ কাঠগোলাপ
৪৯ আমার ভেতর তুমি
৫০ অভিমান
৫২ আকাশ হয়ে থেকে গেলাম
৫৩ আমার ইচ্ছেগুলো
৫৪ আমাকে নাকি ভুলে গেছ?
৫৫ আকাশ আমি
৫৭ তুমি চাইলেই
৫৮ আপনি একটু হাসবেন?
৫৯ ভালোবাসা ভালোবাসার হোক
৬০ বিচ্ছেদ
৬১ আমাকে ডাকছে ভালোবাসা
৬২ কেউ মনে রাখে না
৬৩ বোকা মানুষ
৬৪ ডাক

কাঠগোলাপের বিষণ্ণ ভালোবাসা

কাঠগোলাপ, কোথায় যাচ্ছ?
-চলে যাচ্ছি।
আর দেখা হবে?
-সৃষ্টিকর্তা জানেন।
তাহলে আমাদের কী বিচ্ছেদ হলো?
-বিচ্ছেদ ভাবলে বিচ্ছেদ।
আর বিচ্ছেদ না ভাবলে?
-ভালোবাসাটা আরো গভীর হলো!
যদি ভুলে যাই?
-তবে তুমি কাঠগোলাপকে ভালোবাসোনি!
ভালোবাসি, বুঝবো কী করে?
-ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্রণায় মরে যেতে ইচ্ছে হবে।
যদি মরে যাই?
-তবে তুমি পুরোটা সময় শুধু নিজেকেই ভালোবেসেছ!
কেনো এই চলে যাওয়া?
-না পাওয়া ভালোবাসায় ভালোবাসা যে সবচেয়ে বেশি!
তুমি তাহলে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে চাও?
-সন্দেহ আছে?
তবে দূরত্ব কেনো?
-দূরত্ব ভালোবাসাটাকে অনুভব করায়!
আমি তোমায় ভালোবাসি, এটা তুমি অনুভব করো না?
-আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি, পৃথিবী এটা অনুভব করে না!

আমি আমাকে ঘৃণা করি

নাগরিক ঐশ্বর্য তোমাদের গিলে খায়
কৃত্তিম নাগরিক স্বর্গীয় সুখে তোমরা ডুবে থাকো।
আমিও তোমাদের সুখ উপলব্ধি করতে
নিজের আত্মাকে বিক্রি করে দিলাম শয়তানের কাছে
আমিও দেখতে চেয়েছিলাম তোমাদের সুখ
আমিও উপলব্ধি করতে চেয়েছিলাম তোমাদের আনন্দ
মহাবিশ্বের দুর্গপ্রাচীর ভেদ করে অবশেষে প্রবেশ করলাম সেই জাহান্নামে,
যার নাম দিয়েছ তোমরা স্বর্গ, যেখানে শকুন ছিড়ে খায় জীবিত দেহ
যেখানে পাপ বলতে কোনো শব্দ নেই
যেখানে ভালোবাসা নেই, মৃত্যু নেই, ভয় নেই।
আমিও হয়ে উঠলাম এক দানব,
রক্তের নেশায় বুদ হয়ে রইলাম এক শতাব্দী।
মহাকালের ধূমকেতু নেমে এলো নগরের বুকে
সেই ধ্বংসলীলা, তোমাদের হাসির চিৎকার
কী বীভৎস, নর্তকীর নৃত্যে তোমাদের আনন্দ উল্লাস।
আজ আমি নিজেকেই ঘৃণা করি
ঘৃণা করি আমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে।
যা আমাকে তৈরি করেছে এক নরপশু।

আমি আর মানুষ নেই, আমি কী তাহলে?
তোমরা কী? তোমরা কি মানুষ?
আমি ঘৃণা করি তোমাদেরকে, আমার বিবেককে
যা তোমরা আমার ভেতরে রোপণ করেছ!